Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 114 - 123
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ভৈকম মুহম্মদ বশীরের একটি গল্প : বশীরের দেয়াল

ড. অতনু শাশমল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ভাষা-ভবন, বিশ্বভারতী
Email ID: atanumukul@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Wall, smell of women, prison, bashir, narayani, zenana gate, freedom, liberation, rose.

Abstract

Vaikom Muhammad Basheer was born at Kottayam district in Kerala. He had a simple and profound writing style with a touch of satire. He was best known for his humour. 'The Wall' i.e. 'Deyal' in Bengali translation by an eminent translator Manabendra Bandopadhyay, is an autobiographical short story or short novel. It set against the background of India's freedom struggle in the 1940's when Basheer was imprisoned in Thiruvananthapuram central jail. This was a love story between two prisoners named Basheer and Narayani who were separated by a wall in jail. Basheer and Narayani never met, but they loved each other passionately. The story of 'Deyal' deals with the prison-life in the pre-independent days. The name of the main character of Basheer's story, is also Basheer, seems like his alter-ego. He fell in love with Narayani, who was sentenced for life in 'Jenana Fatak'. Even they were separated by the wall, they exchanged their love, standing on the two sides of the wall. The character, Basheer was not even able to say a goodbye to his fantasy woman. Life of Basheer before meeting Narayani was full of loneliness and struggle. But after her arrival, the situation was quite different. A big change took place in the life of Basheer. When the order of release arrives, he loudly protests. "Who needs freedom?", thus by that time Narayani captured his heart in a great extent. The love of Basheer for Narayani was intimate and innocent, that's why we can see that Basheer is standing outside with a handful of roses. Throughout the story both the characters never met each other. Even though Narayani took initiatives to meet in a hospital, everything went in vain.

Basheer is jailed for writing against the ruling British. A great change comes to the life of Basheer, when he hears a female voice from the other side of the wall. They exchange gifts and their hearts. They

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

even fantasized about each other's physical presence. Narayani comes with a plan of meeting at the hospital, but before that Basheer is released. For once, he didn't want such freedom and was standing stunned outside the prison with a rose in his hand. 'Deyal' is undoubtedly one of the greatest romance in Malayalam literature. Basheer's love for Narayani is presented in a divine voice. All the emptiness of his heart flew away, when Narayani comes into his life. But unfortunately fate separates them forever. Here we have tried to interpret the allegorical emblem and significance implied beneath the 'Deyal'.

Discussion

দেয়াল-কে 'NOVEL' ভাবা যেতে পারে। ভাবনার মধ্যে দোষ নেই। কোনো কোনো গল্প এমন হয়। অনেকটা উভচরের মতো। যেমন *নষ্টনীড়*-কে উপন্যাসের মতো ভাবা হলেও তার মধ্যে ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি অলজ্ঘ্য হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত। এরকমই আধুনিক মলয়ালম (কেরালা) লেখকদের মধ্যে বৈকম মুহম্মদ বশীরের (১৯০৮-১৯৯৪) *মাদিলুকাল* (১৯৬৫) গল্প। এই গল্পের ইংরেজি নাম হল *Wall*, আর বাংলায় অনূদিত রূপ হল দেয়াল[১]।

আসলে গল্পকারদের কারো কারো মধ্যে শুরু থেকে গল্পকে বিস্তার দেওয়ার একটা প্রবণতা অনেকক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। দেখে মনে হতে পারে সেটি উপন্যাস হতে চলেছে। গল্প অনেকটা এগিয়ে বৃহদায়তন ধারণ করার পর গল্পকার যেন সংবিৎ ফিরে পান। যেমন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিখ্যাত *গিরগিটি* গল্প। গল্প দীর্ঘ আকার পেয়ে যেতে থাকলে সর্বজ্ঞ লেখকই একসময় বলেন '...বিস্তারিত বর্ণনা করতে গেলে গল্প দীর্ঘ হয়ে যাবে।'[২] বলা বাহুল্য এমন বিস্তার বা বিস্তৃতিও বিশেষ সেই গল্পের নিরিখে অসংগতিকর কোনো কিছু নয়, বরং শিল্পসংগতই। এটাও গল্প লেখার বিশেষ এক ধরন। আলোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী এরকম একটি প্রসঙ্গে গল্পকার চেকভ অবলম্বিত 'hectic acceleration'-এর কথা উল্লেখ করেছেন।[৩] আয়তন দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে দেখে গল্পকার একসময় এই 'অতিদ্রুত' পদ্ধতি অবলম্বন করে গল্পকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে চলে যান। বশীরের লেখা কোনো কোনো গল্প অনেক পরিমাণে তাই। যেমন, তাঁর লেখা *আশ্চর্য বেড়াল* (এটি অবশ্য বড় গল্প), *নীল আলো*ও *প্রেমপত্র*-এর আয়তন বেশ বড়। এরকমই *দেয়াল*।

বশীর অবশ্য নিজের এই গল্পকে বলেছেন, 'ছোট্ট প্রেমের গল্প'। আর প্রথমে গল্পের নাম নিয়ে আপাত নিরীহ ভঙ্গিতে কতগুলি কথা বলেছেন। বলেছেন এই গল্পের নাম 'দেয়াল' না দিয়ে তিনি 'নারীর গন্ধ' নামও দিতে পারতেন। শুধু এই নয়, এমনভাবে গল্প বলতে শুরু করেন তিনি, যেন তিনি স্বয়ং নিজেই (আমি : উত্তম পুরুষ) এই গল্পের কেউ। *দেয়াল* গল্পে রয়েছে বশীরের নাম (আমি তাকে বললুম যে আমি মুসলমান, যে আমার নাম বশীর, যে আমি একজন লেখক)। তবে এটা বলে রাখা ভালো, কেবল বিশেষ এই গল্পেই নয়, বশীর তাঁর এমন অনেক গল্পেই চরিত্র ও কথক হিসেবে রয়েছেন। নিজ ব্যক্তিজীবন থেকে নানা ঘটনা, উপাদান বিচিত্র অভিজ্ঞতার মালমশলার সম্ভার দিয়ে নিজেকে প্রায় এমনভাবে উপস্থাপন করেন যে পড়ে অনেকসময় কতটা সত্য, সবটা সত্য নয়, অনেকটাই মিশেল ইত্যাদি নিয়ে একটা ধাঁধা সৃষ্টি হয়।[৪] যেমন *দেয়াল* গল্পের সুদীর্ঘ সূচনা পর্বের সঙ্গে প্রকৃত লেখক বশীরের ব্যক্তিজীবনও বেশ মিলে যায়। চল্লিশের দশকের বশীরের নিজের কারাগার বন্দিজীবন অভিজ্ঞতার কথা এই গল্পে রয়েছে। ১৯৪১-৪২ সময়কালে কোল্লাম থানার লক-আপে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করার পর বিচারে তাঁর দু বছর ছয় মাস কারাদণ্ড ধার্য হয়। এরপর তাঁকে তিরুবনন্তপুরম কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। *দেয়াল* গল্পে খুব সংক্ষেপে হলেও 'একটা মফঃস্বল শহরে পুলিশের হাজত'-এ বাস করার কথা রয়েছে, তারপরেই এসেছে বিস্তারিত সেন্ট্রাল জেল প্রসঙ্গ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিছু আগে লক্ষ করেছি, শুরুতেই গল্পের ভেতর-লেখক বশীর প্রকারান্তরে আমাদের এক জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করে দিয়েছেন গল্পের নাম নিয়ে। কতকটা ভিন্নপ্রসঙ্গে হলেও ভার্জিনিয়া উলফের কথা মনে পড়তে পারে।[৫] তিনিও লেখার শিরোনামের শেষে একটা জিজ্ঞাসাকে রাখতে চেয়েছেন একেবারে সূচনাতেই। তাহলে ‘নারীর গন্ধ’ নয়, *দেয়াল* এই শিরোনামের শেষে একটি প্রশ্ন-চিহ্ন বসিয়ে সেই প্রশ্নকে ধরে লেখাটির আদি মধ্য আর পরিণাম অংশের যাত্রাপথকে অনুসরণ করে গেলে একটা মানে বা অর্থ পাওয়া গেলেও যেতে পারে। অনেকানেক গল্পে শিরোনাম সবসময় সরাসরি কোনো মানে না বললেও এই গল্পে বহুব্যবহৃত ‘দেয়াল’ কথাটির গুরুত্ব কিন্তু সুপ্রচুর। সেক্ষেত্রে গল্পের সূচনাংশের অন্য আর এক নামের (*নারীর গন্ধ*) প্রস্তাবও তাৎপর্যপূর্ণ। এই ভিন্ন নামও *Reader's interest*- ই কেবল জাগিয়ে তোলে না, গল্পের *key-note* বা মূল সুরটুকুও ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে।[৬]

দেয়াল গল্পটি ‘সমাপ্তি’ থেকে শুরু করেছেন বশীর। উত্তম পুরুষে বিবৃত গল্পটি পড়ে বোঝা যায়, ‘সমাপ্তি’ ও ‘সূচনা’ একত্রে মিলিত হয়ে যেন একটি বৃত্ত (‘আকৃতিটা গোল’) রচনা করে বসে আছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের ‘ছোটো গল্প’-এর কথা মনে পড়তে পারে। ‘গল্পের আদি ও অন্তের মাঝখানে বিশেষ একটা ছেদ’ না থাকায় যেমন ‘ওর আকৃতিটা’কে ‘গোল’[৭] বলে মনে হয় অনেকক্ষেত্রে, বশীরের *দেয়াল* গল্পের সূচনার সঙ্গে সমাপ্তির সম্পর্কটা অনেকটাই তাই। গল্পে রয়েছে : ‘যাকে আমরা সাধারণত বলি অতীত, সেই অতীতের তীরগুলো পেরিয়ে। মনে রাখবেন, আমি আছি এই তীরটায়। নিঃসঙ্গ এক হৃদয়। এই হৃদয় থেকেই উৎসারিত হবে এক করুণ গান, আর আপনারা তা শুনবেন।’ অর্থাৎ উত্তম পুরুষ ‘আমি’ অতীতের অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে নিজেকে উচ্চারণ করতে চলেছেন যেন। বলা বাহুল্য অতীত-উচ্চারণে গল্পের আদি পর্বের গতি ধীর লয়ের। দীর্ঘ এই গল্পের আদি পর্বে বিন্যস্ত হয়েছে বিস্তৃতভাবে সেন্ট্রাল জেলের বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বলা বাহুল্য অন্য পর্বেও তা রয়েছে। এখানে সেই অভিজ্ঞতার একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে —

১. নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী :

ক. জেলের ওয়ার্ডারের টুপির তলায় লুকিয়ে রাখা ছোটখাট জিনিস, যা পাওয়া যায় পয়সার বিনিময়ে। যেমন : বিড়ি, দেশলাই, ব্লেড প্রভৃতি।
এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যেতে পারে যে ব্লেড থেকেই জেলের বন্দিরা তৈরি করে *চাক্কি*। জেলে দেশলাই কাঠির অসংকুলানের জন্য প্রয়োজন হয় ‘চাক্কি’র। *চাক্কি* হল দেশলাই কাঠিকে দুফালি করার জন্য কাঠের টুকরোয় গেঁথে রাখা একদিকে ফলা বের করা লোহার পাত অথবা ব্লেড।

খ. আরো সামগ্রী। যেমন : শোবার মোটা শুজনি, কম্বল, গামছা, ধুতি, বাসনকোশন, জল রাখার কুঁজো, জেলের কয়েদির নির্দিষ্ট পোশাক বা উর্দি, নিমের দাঁতন, বালতি-মগ, পুরনো জং-ধরা, মরচে-পড়া বালতির গোল হাতল সমূহ (যেগুলো দিয়ে গজাল তৈরির পরিকল্পনা) লেখার কাগজ পেন্সিল, বাগান করার জন্য লম্বা ছুরি, কার্ল মার্ক্স-এর ক্যাপিটাল-এর একটা খণ্ড (কোনো নামজাদা নেতার), দু-প্যাকেট তাস (আরেক নেতার)।

২. খাদ্য ও আনুষঙ্গিক :

কাঞ্জি বা ফ্যানভাত, এরকমই ফ্যান বা জলের অংশ বাদ দিয়ে চাটনিসহ ভাত বা *কাঞ্জো*, মাছভাজা, ডিম, মেটে, রুটি, দুধ, কলাভাজা, কলার পিঠে, কলার মেঠাই, লেবু, লেবুর আচার, গুড়, শুঁটকি মাছ, সাদা *ঠোঙার* ভেতর ঝলসানো বাজরার গুঁড়ো, আর নুন মেশানো লঙ্কার গুঁড়ো ভর্তি *ঠোঙা*।
এই সঙ্গে উল্লেখ্য, পান, সুপুরি, কাঁচা তামাকের গুঁড়ো, চা-পাতা ও চিনি (কালো চা), ইনোস ফ্রুট সল্ট (জনৈক মহান নেতার)।

৩. জেলের ভেতরকার বিচিত্র মানুষজন :

ওয়ার্ডার (যার মধ্যে একজন আবার *ফেরেব্বাজ*), সুপারিন্টেনডেন্ট, আসিসট্যান্ট জেলার (*জেলার-ভাই*), জেলের বিভিন্ন বন্দি [সহবন্দিদের মধ্যে অন্ততপক্ষে সতেরোজন রাজদ্রোহী বা রাজনৈতিক বন্দি, যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত *লালটুপি* বন্দি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(এদের মধ্যে পুরোনো এক *ইয়ার*, পরে যে জেলের হাসপাতালের *চাপরাশি*ও), আর ঘাড় থেকে পিঠ বেয়ে নেমে আসা দুপায়ে জড়ানো শেকল, *কালোটুপি* কয়েদি (স্কুলের এক *সহপাঠী*)]।

বিস্তৃত দীর্ঘ এই তালিকায় যে জেলবন্দি জীবন সানুপুঙ্খভাবে ধরা পড়ে তা আর্থার কোয়েসলারের (Arthur Koestler : 1905-1983) *Darkness at noon* (১৯৪০) উপন্যাসের বন্দিজীবন অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক। শুধু এই নয়, *অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন* (*Darkness at noon*) উপন্যাসে অনামা এক দেশের প্রাক্তন বলশেভিক সলমনোভিচ রুবাশোভ-এর সময়ের গভীরে যে স্টালিন জমানার একচ্ছত্র আধিপত্যের অন্ধকার, তার সঙ্গে এগল্পে পরোক্ষে উচ্চারিত স্বদেশী আন্দোলনের আভাস, বিশেষত গান্ধিজির অনশনভঙ্গ ও লেবুর রস পান কিংবা জেলবন্দি জনৈক নেতার কার্ল মার্ক্স-এর ক্যাপিটাল-এর একটা খণ্ডের উল্লেখমাত্রের কোনো রকম যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করি না।

বরং এই গল্প নিয়ে আলোচনার শুরুতে আর এক নাম প্রস্তাবের (*নারীর গন্ধ*) মধ্য দিয়ে যে *key-note*-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম তা গল্পদেহের আদি ও মধ্য স্তরকে বলশালী করে ক্রমশ পরিণামমুখী ও পরিণামস্বভাবী রূপ পেয়েছে। এবং আলোচনার সূচনাতেই বলেছি, এই গল্পকে আরম্ভ থেকেই ধীর লয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত আরো বলতে পারি, গল্পটি পড়ে আপাতভাবে মনে হতে পারে, *দেয়াল* হল বশীর নামের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ সময়ের জেলবন্দি জীবনের প্রায় ঘটনাবিহীন বিবিধ অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক বিবৃতি। ইতিপূর্বে সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যরূপে দীর্ঘ একটি তালিকাও আমরা উপস্থাপন করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও খুবই সতর্কতার সঙ্গে এটা বলতে হয়, গল্পের আদি এবং মধ্য পর্বের বিবৃতির যাবতীয় অভিজ্ঞতা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কারণে বিশেষভাবে নির্বাচিতও। আর তাছাড়া পরিণামসহায়ক এমন অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক বিবরণের জন্যও সুনির্দিষ্ট ভাবে এই জাতীয় গল্পের আদি মধ্য ও পরিণামের ক্রমটিকে স্পষ্ট চিহ্নিত করা যায়। অন্ততপক্ষে এটা বলা যায়, বিস্তৃতভাবে বলা দীর্ঘকালীন জেলজীবনের শুরুর অংশটুকু হল এই গল্পের আদি স্তর। সেখানে এক মফস্‌সল শহরে পুলিশের হাজত থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী সেন্ট্রাল জেলে সংঘটিত ঘটনাও সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কালপর্বে বিশেষ একদিন শোনা গেল 'রাজনৈতিক বন্দিদের ছেড়ে-দেয়া হবে।' অথচ শেষমেশ দেখা গেল 'রাজদ্রোহ'র অপরাধে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গল্পের 'আমি'রই কেবল মুক্তি হল না, 'সব্বাইকে, শুধু-একজন বাদে... এই দীন লেখকটির কোনো হুকুমনামা আসেনি।' ঠিক আশাভঙ্গের এই জায়গা থেকে গল্পের আদি পর্যায়ের পরবর্তী মধ্য পর্বের সূচনা। এই সঙ্গে আরো বলতে হয়, গল্পের আদি পর্বের জেলবন্দি জীবনের নিরেট প্রাত্যহিকতার অন্তস্তলে একেবারে প্রারম্ভ লগ্ন থেকে এই গল্পের আর একটি বিকল্প নাম (*নারীর গন্ধ*) উচ্চারণ ও তার নিঃশব্দ অমোঘ সাহচর্যে নারী দেহের সুঘ্রাণ প্রসঙ্গ উত্থাপন ও ক্রমাগত তার জাগরণের মধ্য দিয়ে যে ধীর পরিণাম, তার স্বভাব সম্পূর্ণত open বা বিবৃত।

সেন্ট্রাল জেলে প্রবেশের পর বন্দির জন্যে নির্দিষ্ট কুঠুরির উদ্দেশে যাওয়ার পথে 'নেশাধরানো গন্ধ' বা 'মেয়ের গন্ধ' 'আমি' অর্থাৎ বশীরের শরীরের সব ক-টা 'অণুপরমাণু'কে 'সজীব' আর 'সজাগ' করে দিয়েছিল। সৃষ্টিশীল মানুষ বা লেখক হওয়ায় গল্পের 'আমি' বশীরের (যেন প্রকৃত লেখকের আরেক সত্তা বা অস্তিত্বের নাম) কল্পিত সুঘ্রাণে বিস্ফারিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় ইহজগৎকে শ্বাসগ্রহণের মধ্য দিয়ে যেন নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছিল। সেন্ট্রাল জেলের ভেতর এক ওয়ার্ডারের সঙ্গে হাঁটা পথে সুরভিত কল্পনার সেই রমণীকে দেখতে না পেলেও (কোথায় এই রমণী?), হাঁটতে হাঁটতে বশীর শুনতে পেয়েছে 'জগতের সবচেয়ে সুন্দর ধ্বনি, মেয়েগলার খিলখিল হাসি।' এক্ষেত্রে বলতে পারি, এক ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে অন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্বাদ বশীরকে আবিষ্ট করেছে। তখন তার চেতনায় নারীকণ্ঠের অনুচ্চ শব্দের ক্রমাগত হাস্যধ্বনি অনুরণিত হয়েছে। সেই সময় শব্দ আর গন্ধের সম্মিলিত ইন্দ্রিয়ানুভব, নাকি একটির (গন্ধ) থেকে অন্যটির (শব্দ) জাগরণকে সে কল্পনায় ভেবে নিয়েছে—তা তার নিজের কাছেই বড় সংশয় কিংবা জিজ্ঞাসা।

সৃষ্টির চমৎকার 'জীব' এই নারী বশীরের অনুভবে যেমন 'সত্যি' কিংবা 'বাস্তব', সেরকমই তার চৈতন্যে পুষ্পিত সম্মোহক সেই নারীর সুবাসও অত্যন্ত 'সত্যি'। যে গন্ধ নারীর ব্যবহৃত 'ভেষজ বা ফুলেল তেল'-এর সৌরভ নয়, অথবা নয় 'পাউডার আর ঘামের গন্ধে মাখামাখি কোনো ঝিম ধরা গন্ধ', একে সে বলতে চায় 'নেহাৎই স্ত্রীগন্ধ'। এই সুরভি ও নারীকণ্ঠের অনুচ্চ হাস্যরসের রহস্যকে সে ভেদ করতে পারে না। পরন্তু ওই কল্পিত সুগন্ধ তাকে ক্রমাগত 'আচ্ছন্ন' ও বিবশ করতে থাকে। তার 'নাকের পাটা' বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, উৎকণ্ঠায় হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে পড়তে চায়। পথপ্রদর্শক

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জেলের ওয়ার্ডারকে এই হাসির উৎস বিষয়ে জিজ্ঞেস করে বশীর ওয়ার্ডারের কাছ থেকে উত্তরের পরিবর্তে এক হেঁয়ালিপূর্ণ প্রশ্নের ('তুমি বিয়ে করোনি?') সম্মুখীন হয়ে অবশেষে জানতে পেরেছিল যে 'পাশের' 'জেনানা ফাটক'ই এই হাস্যের উৎসস্থল। বশীরের থাকবার কুঠুরি হল জেনানা ফাটকের সংলগ্ন জেল, 'মধ্যে কেবল একটা দেয়াল'-এর ব্যবধান মাত্র। হাঁটতে হাঁটতে বশীরকে নিয়ে এসে ওয়ার্ডার একটা খিল-লাগানো দরজা খুলে দিলে তখন বিশেষভাবে দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক চত্বরে প্রবেশ করে তারা। যেখানে অনেক গাছ রয়েছে, যার অধিকাংশই কাঁঠাল। আর রয়েছে ছোট ছোট কুঁড়ে বাড়ির মতো নিচু দেয়ালে ঘেরা তালাবন্ধ কুঠুরির সমাবেশ। সেখানে প্রবেশ করে বশীর নিজেই বলেছে, 'পুবদিকে মুখ করে দাঁড়ালে, দূরে দু-পাশে চোখে পড়বে দুটি উঁচু দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে ডান দিকে আছে বিশাল মুক্ত জগৎ। বাঁ দিকে দেয়ালের ওপাশে আছে... জেনানা ফাটক।' বলাবাহুল্য এভাবে ডান দিকের নয়, বাম দিকের (যেদিকে জেনানা ফাটক) দেয়াল, গল্পের মুখ্য বিষয়ের প্রবেশ।

এর অব্যবহিত পরবর্তী সময় থেকে শুরু হয় সেন্ট্রাল জেলে বন্দি বশীরের বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা। প্রথমাবস্থায় বশীর অবশ্য আশাহত হয়েছে। কেননা জেল কুঠুরিতে একাকী 'বসে কানখাড়া করে শোনবার চেষ্টা' করেও যখন সে শুনতে পেল না কোনো নারীকণ্ঠের চাপা হাসি, কিংবা কল্পনা করে পেল না নারী শরীরের গন্ধ, তখন সেই হাসি ও গন্ধ সম্বন্ধে তার মন সন্দিহান হয়ে ওঠে। এরপর জেলে তার জন্য নির্দিষ্ট কুঠুরিতে প্রবেশ করার কিছু সময় পর বশীর পূর্বে শোনা সেই 'মেয়ে গলার হাসি' শুনতে চেষ্টা করল। জেনানা ফাটকের পাশে থেকেও সেই হাসি তো নয়ই, এমনকী সেই গন্ধও তার নাকে এলো না। এই 'গন্ধ' নিয়ে একটি প্রশ্নে সে উদ্বেলিত হয়েছে : 'ওই গন্ধ সে কি তবে ছিলো আমার কল্পনাতেই শুধু?'[৮] গন্ধ বিষয়ে নিজের ভেতরে প্রশ্ন-ব্যাকুল হয়ে নিরুপায় বন্দির মন মেদুর কল্পনায় অতীতচারী হয়ে ওঠে। যেন সুদূর কালের নন্দন কাননে আদিম পুরুষ রূপে পাওয়া নারী শরীরের গন্ধ তার 'আত্মার স্মরণকোষে' সঞ্চিত ছিল। এযাবৎ কাল পর্যন্ত মন দিয়ে না দেখা আলো-অতিক্রান্ত অপ্রকাশ্য এক অন্ধকার-অবচেতন জগতের অন্তর্লীন 'তুমি'র (ইতিপূর্বে ঘ্রাত ও শ্রাবিত) ঘোর তাকে আচ্ছন্ন করে। সেই অন্ধকারে লুক্কায়িত স্বপ্নের গভীরে সূর্যডোবা মরুভূমি রাত্রির চাঁদ ও অগুনতি নক্ষত্রের নীরব সংরাগময়অফুরান সুরের বিস্ময় আর উল্লাস তাকে বিহ্বল করে তোলে। শেষ পর্যন্ত তারকুল না পাওয়া অসহায় নিরুপায় আর্তি[৯] ও অন্বেষণ জগৎস্রষ্টার স্মরণাপন্ন হয়।

এরপর সে ফিরে আসে চেতন জগতে, যেখানে তীব্র কঠিন প্রত্যহের জেলজীবন, সেখানে ফ্যানভাত অর্থাৎ কাঞ্জি অথবা চাটনি সহ কাঞ্জো ভক্ষণ কিংবা নেতৃসংসর্গের প্রসঙ্গ সমস্তই বিবৃত হয়। বিবৃত হয় এক মাস পরে জেলের 'ডিলুক্স' জীবনের বাহার। বাঁকা পথে চা পাতা চিনি, বিড়ি ও নানান খাবার সংগ্রহের কথা তো রয়েছেই। রয়েছে লেখার সরঞ্জাম প্রাপ্তি ও বাগান করার জন্য কৌশলে লম্বা ছুরি আয়ত্ত করার কথা। বিশেষত জেল কুঠুরির সামনের প্রাঙ্গণে পরিষ্কৃত এক বর্গক্ষেত্র স্থানের চারপাশে গোলাপ ঝাড় রোপণ এবং পুষ্পিত গোলাপের সুবাস ছড়ানো তার অপূর্ব মালঞ্চ বাসনার কথা বর্ণিত হয়েছে। বাদ যায়নি বিচিত্র সহবন্দিদের মধ্যে 'লালটুপি' এক পুরনো ইয়ারের কথা। কিন্তু এ সমস্ত কিছু অভাবহীনতার মধ্যেও তার চোখ চলে গেছে জেনানা ফাটকের দিকে, যেখানে 'সেই বিশাল-শয়তানের-হাতে-গড়া দেয়াল'। পূর্বের ঘ্রাত ও শ্রাবিত অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ পুনরায় তার মনে পড়েছে। তখন গন্ধ ঝরা গোলাপ ফুলে সুরভিত মধ্যাহ্নের মাঝে তার মন অভিভূত হয়েছে 'তবু কী নেই' ধরনের শূন্যতার উপলব্ধিতে। জেলের মধ্যেকার আরো অন্য একাধিক দেয়াল ও নানা দরজা, বিভিন্ন ওয়ার্ডারদের সতর্ক নজরদারি, উচ্চস্থিত সর্বদর্শী প্রহরী মিনার, বিবিধ কয়েদিদের মধ্যে শৃঙ্খলিত কয়েদি 'কালো টুপি' (একসময়ের সহপাঠীও)-র সঙ্গে পরিচয়, এছাড়া দুই জেল কর্তৃপক্ষ — যেমন জেলার আসিসট্যান্ট (কয়েদিদের জেলার-ভাই) ও জেলার সুপারিনটেন্ডেন্টের মতো মানুষ প্রভৃতি জেলজীবন পরিবেশের সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে এক ধরনের সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা, কথাবার্তা হাসিঠাট্টা তর্কবিতর্কে মোড়া যেন 'স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটা ছোট্ট শহর'কে দেখতে পেত বশীর। কিন্তু এর মধ্যে এলো সেই দিন, যেদিন সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির বন্ধনদশা ঘুচলেও কোনো অনির্দেশ্য কারণে বশীরের মুক্তি ঘটল না। গল্পের এই স্থানেই মোটামুটিভাবে আদিপর্বের অবসান এবং মধ্যপর্বের সূচনা। এইখান থেকেই গল্প তার বিস্তার প্রবণতাকে স্তিমিত করে সংহত রূপ পেতে শুরু করবে যেন। গল্পে রয়েছে :

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সব্বাইকে, শুধু-একজন বাদে... এই দীন লেখকটির মুক্তির কোনো হুকুমনামা আসেনি। নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে কোথাও! ইত্যাদি।

তাকে বাদ দিয়ে জেল থেকে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের বিদায়ের পর বশীরের কাছে জেলজীবন হয়ে উঠল অর্থহীন 'চুপচাপ' শূন্য। আগে যে জেলজীবন ছিল 'স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা ছোট্ট শহর'-এর মতো, এখন তা তার কাছে 'পরিত্যক্ত শহর'-এর চেহারা নিল। তার ভাষায় 'পরিত্যক্ত শহরটায় আমিই আছি, একা, একমাত্র।' তার 'প্রাণে কোনো সুখ নেই।' নিজের এই অবস্থাকে সে 'নিঃসাড় আর মনমরা' বলে অভিহিত করেছে। বিদায়ী রাজনৈতিক বন্দিরা জেল ছেড়ে যাওয়ার সময় বশীরকে তাদের যে সমস্ত অপরিহার্য সামগ্রী প্রীতিবশত প্রদান করেছিল, বশীর সে সমস্ত (যেমন, কার্ল মার্ক্স-এর ক্যাপিটাল, কলার পিঠে, দুপ্যাকেট তাস, কলাভাজা) অবলীলায় অন্যদেরকে বিলিয়ে দিল, না হয় ফেলে দিল (ইনোস ফ্রুট সল্ট)। তার হৃদয় 'যেন মরেই' গিয়েছিল। নিরুপায় হতোদ্যম হয়ে সে জেল থেকে পালানোর কথা ভেবেছিল। এমন পরিকল্পনার মাঝে হঠাৎই জেনানা ফাটকের দিকের 'লালচে রঙের দেয়ালটার তলায় পাঁপড়ের মতো দেখতে চুনশুরকির একগোল পলেস্তারা' দেওয়া 'তাপ্পি' তার নজরে এসেছিল। অতীতে এই তাপ্পি ঢাকা গোল স্থানটা 'গর্তই' ছিল, প্রেমিক পুরুষ কয়েদিরা গোপনে বহু কালব্যাপী ধৈর্য সহকারে পরিশ্রমে এটি প্রস্তুত করেছিল। বশীরের ধারণায় এই গর্তর মধ্য দিয়েই 'স্ত্রীলোকের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে পুরুষদের জেলখানায়। আর পুরুষদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে জেনানা ফাটকে।' জনৈক 'ফেরেব্বাজ' ওয়ার্ডারের তৎপরতায় সেই গর্ত বোজানোর জন্য সিমেন্ট দিয়ে ('স্ত্রী-পুরুষের রক্ত দিয়ে' নয়) তাপ্পি দেওয়া হলেও, বশীর ওই স্থানের গন্ধ শুঁকে পূর্বের মতো মনে করার চেষ্টা করেছে, 'স্ত্রীলোকের গন্ধ ছড়াচ্ছে কি ওখান থেকে?' কিন্তু বৃথাই সে উত্তর খুঁজেছে। মুক্তি না পেয়ে জেলের এই নিরানন্দ পরিবেশে অন্যদের সঙ্গে শবজি-বাগান করার আগ্রহ সে আগেই হারিয়ে ফেলেছিল। তার 'জীবন থেকে সব তাপ-উত্তাপ সব আলো উধাও' হয়ে গিয়েছিল। এবারে বিশেষ পাহারার সামনে শবজি বাগান পরিচর্যার বদলে হতোদ্যমী বশীর যেন পরিত্যক্ত 'শহরের ধ্বংসস্তূপে ফাঁকা রাস্তাগুলোর মধ্য দিয়ে' উদ্দেশহীন হেঁটে বেড়ায়। তার জীবনে তখন যেন 'কোনো রং নেই কোথাও। সর্বত্র স্তব্ধতা।' নিজের মধ্যে এমন একাকী মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থায় সে কখনো শিশ দেয়, জেলকুঠুরির প্রাঙ্গণের গাছপালা লতাপাতার সঙ্গে কথা বলে, কাঠবেড়ালিদের তাড়িয়ে সে তার ক্লান্তিকর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে। এরকমই শিশ দিতে দিতে হঠাৎই ঘটে অঘটন। আর এইখানেই গল্পের মধ্যপর্বের অবসান। গল্পের এই পর্যন্ত এসে বলা যায়, আদি থেকে স্বল্পায়তন মধ্য পর্বের অবসান পর্যন্ত সব মিলিয়ে বিস্তৃত এই পরিসরে বশীরের নিজ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে অনেক কিছু। কারাগারের ওয়ার্ডারদের দৌরাত্ম্য, জেলের নিগড়িত রুদ্ধকর পরিবেশ ও দুরবস্থার মধ্যেও বন্দিদের নানা ফন্দিফিকির ও সাধ পূরণ, রাজনৈতিক কিংবা ভিন্ন কারণে দণ্ডিত সহবন্দি মানুষজনকে ঘিরে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে সেখানে।

এবারে গল্পের অন্ত্যপর্বের কথা। *দেয়াল* গল্পের শেষ পর্বের আরম্ভ এরকম :

আর এই ভাবেই একদিন যখন শিশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি জেনানা ফাটকের দেয়ালের কাছে — বেহেস্তের সুর হঠাৎ। ইত্যাদি।

বন্দির একান্ত কাঙ্ক্ষিত 'পৃথিবীর সবচেয়ে সুরেলা গলাটি' বশীর শুনতে পেয়েছে জেনানা ফাটকের দেয়ালের দিক থেকে। সেই অদেখা সুরেলা কণ্ঠস্বরের বন্দিনি মেয়েটি দেয়ালের ওপার থেকে বশীরের ধর্ম, নাম, বৃত্তি প্রভৃতির পরিচয় যেমন জেনেছে, সেরকমই জানিয়েছে যে সে হিন্দু, তার নাম নারায়ণী, তার বয়স বাইশ, সে লিখতে-পড়তে পারা সামান্য লেখাপড়া জানা মেয়ে, আর তার জেলের মেয়াদ চোদ্দ বছর। উভয়ের কথোপকথনে বেরিয়ে এসেছে যে তারা দুজনে একই সময়ে জেলে এসেছে। এখানে বলে নেওয়া যায় যে গল্পের কথক-চরিত্র বশীর ধর্মীয় দিক থেকে মুসলমান আর নারায়ণী হিন্দু হলেও এ গল্প হিন্দু-মুসলমান সংক্রান্ত জটিলতার পথে যায়নি, বরং বশীর আর নারায়ণীর প্রথম আলাপ-অন্তরঙ্গতায় গোলাপের প্রসঙ্গ এসেছে। নারায়ণী বশীরের কাছ থেকে গোলাপের চারা চেয়েছে। বশীরও নিজ হৃদপাত্র উজাড় করে দিতে চেয়েছে। দেখতে না পাওয়া নারায়ণীকে সে আলিঙ্গন আর চুম্বনে পেতে চেয়েছে। কিন্তু চোখ দিয়ে না দেখতে পেলেও উভয়ে উভয়কেই হৃদয় দিয়ে শুনতে পেয়েছে। কৌশলে দেয়াল ডিঙিয়ে গোলাপগাছ দেওয়ার আগে ওই গাছের কুঁড়ি-পাতা-

ডাল সমেত সমস্ত কাঁটাকে বশীর চুম্বনে ভরিয়ে দিয়েছে, অসংকোচে নারায়ণীকেও সেই চুম্বনের কথা বলেছে। সে কথা শুনে নারায়ণীর চোখে জল এসেছে। গোলাপগাছ পাওয়ার পর আনন্দে আপ্লুত নারায়ণী সেই গোলাপের ফুল তার বুকে 'ব্লাউসের ভেতর' রাখতে চেয়েছে। বশীরের কাছে ওই মুহূর্তে দেয়াল আর বাধা হয়ে থাকেনি। এখান থেকেই গল্পের উদ্দিষ্ট বিষয় দেয়ালের অন্য আর এক অর্থ-তাৎপর্যের দিকে যাত্রার সূচনা। বশীর তখন সেই দুর্ভেদ্য দেয়ালের গায়ে পরম আগ্রহে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাত বুলিয়ে আদর করেছে। নারায়ণীও বুঝেছিল সম্পূর্ণ অচেনা অদেখা বশীরের অপূর্ব আবেগকে। গোলাপচারা রোপণ করার সময়ে বশীরের কথা ভেবে নারায়ণীর দুচোখ আবার সজল হয়ে উঠেছে। মধ্যবর্তী দেয়ালের জন্যে কেউ কাউকে দেখতে না পেলেও অন্তরঙ্গ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দুজনের সম্পর্ক একান্ত হয়ে উঠেছে। এই নৈকট্য এতটাই গভীর যে এরপর থেকেই বশীরের উদ্দেশে দেয়ালের ওপরে শুকনো গাছের ডাল তুলে ধরে ইশারায় তার উপস্থিতিকে জানান দেওয়া শুরু করবে নারায়ণী। আর বশীর? বশীর নারায়ণীর সেই ইশারার জন্য 'চোখ খোলা' রাখবে বলে অঙ্গীকার করে। আর এই পর্যায় থেকেই বশীরের মনোজগতে এলো বৃহৎ পরিবর্তন।

অনেকদিন পরে সে তার অপরিচ্ছন্ন বিছানা পরিষ্কার করল। নারায়ণী দেয়ালের ওপ্রান্তে শুকনো ডাল উঁচু করে তুলে ইঙ্গিত করে কখন তাকে ডাকবে, বশীর তারই অপেক্ষায় 'দেয়ালের ওপরটায়, আকাশে' চোখ নিবদ্ধ করে রাখে। এই ক্ষণটুকুতে দেয়ালের ওপরের আকাশ তার চোখে জেলের আবদ্ধ পরিবেশের মাঝে মুক্তির সামান্য অবকাশটুকুকে মেলে ধরে। নতুন করে 'সংবিৎ' পেয়ে 'ঊর্ধ্বশ্বাসে' সে দেয়ালের সামনে এসে নারায়ণীর সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন হয়। মান অভিমানে পরিপূর্ণ তাদের ভালোবাসায় দেয়াল ক্ষণেকের জন্যে হলেও ব্যবধান হয়ে থাকে না। গাছের ডাল উঁচু করে থাকা নারায়ণীর ব্যথা ধরা হাত দেয়ালের একদিককে ছুঁয়ে থাকে যখন, তখন বিপরীত দিকের দেয়ালকে ডলেডলে চুমুতে ভরিয়ে শুশ্রূষা করে বশীর। নারায়ণীরও বুক ছুঁয়ে থাকে দেয়ালকে, দেয়ালের ইটগুলোকে নারায়ণী চুম্বন করে। এভাবে পরস্পরকে দেখতে না পাওয়া দুই মানব-মানবী সংলগ্ন হয়ে ওঠার বাসনায় উন্মুখ হয়ে ওঠে। কথোপকথনে উভয়ের চোখে উভয়ের মুখ, চোখ; আর বশীরের কাছে নারায়ণীর স্তন, কোমর, মুখের রং সব জেগে উঠতে থাকে। এইসময়েই বশীর প্রথম জেলে ঢোকবার সময় যে গন্ধ ('মেয়েদের') পেয়েছিল, সেই স্বপ্নবৎ গন্ধের কথা বলে সেই ঘ্রাণ তার (নারায়ণীর) কিনা তা জানতে চায় নারায়ণী। বশীরের কাছে এর উত্তর ছিল না বলে নারায়ণীও 'পুরুষের গায়ের গন্ধ', বিশেষত বশীরের শরীরী ঘ্রাণ কেমন তা জানতে চায়। দুজনেই এই গন্ধকে একান্ত করে পাওয়ার ঐকান্তিক আকুলতার কথা বলেও বুঝতে পারে বাস্তব 'বিকট দেয়ালটা'ই হল প্রবল বাধা। তাহলেও উভয়েরই উভয়কে শুধুমাত্র দেখবার বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে।

এই সময়েই একদিন আসে এক বিষম দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি। এই দুর্যোগের রাত বশীরকে আলোড়িত করে তোলে। একদা যে বশীর এরকমই এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতে জেল থেকে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল, সে-ই বশীরের মনোজগৎ এখন সম্পূর্ণই পাল্টে গেছে। জেলের বন্দি পরিবেশে অদেখা নারায়ণীর স্বল্পমাত্র বাঙ্ময়-সান্নিধ্য উষ্ণ প্রেম তাকে অপূর্ব মুক্তির স্বাদ দিয়েছে। অর্থাৎ জেলজীবনের এই দেয়াল যেমন বিষম 'বিকট'ভাবে বাধার স্বরূপ, অন্য দিকে একই দেয়াল আবার তার কাছে প্রণয়ের অনাস্বাদিত পথের অলোকসামান্য মুক্তিনামা। তাই সে ভেবেছে 'জেল থেকে পালানো কোনো ভালো কাজ না' কিংবা 'জেল থেকে পালানো অতীব গর্হিত কাজ, অনৈতিক।' তাই আগে সে যে দেয়ালকে 'বিকট' বলে ভেবেছিল, পরে সেই দেয়ালের মধ্যে 'রক্তমাংসে'র বিচিত্র অস্তিত্বকে অনুভব করেছে বশীর। দেয়ালের 'আত্মা' রয়েছে কিনা নিজেকে প্রশ্ন করেও সে আবার উপলব্ধি করেছে 'দেয়াল তো তাকিয়ে দেখেছে কতকিছু। কান পেতে শুনেছে কতকিছু।' এভাবে উত্তরোত্তর মধ্যবর্তী দেয়ালের দুদিকে বশীর ও নারায়ণী নামের দুই মানব-মানবীর পরস্পরকে দেখতে পাওয়ার তীব্র আর্তি, স্পর্শ ও সংলগ্ন হওয়ার আকুতিতে দুর্নিরোধ্য হয়ে উঠেছে গল্পের শরীর ও মন।

অবশেষে অনেক ভেবে জেলের হাসপাতালে দেখা করার বুদ্ধি উদ্ভাবন করেছে নারায়ণী। বশীরও তাতে সাগ্রহে সায় দিয়েছে। আর দেখা হলে নারায়ণীকে বাহুসংলগ্ন করে কত প্রকার চুম্বন দেবে সে তা অকপটে জানিয়েছে। বশীর তাকে চিনবে কেমন করে— নারায়ণীর এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যয়ী বশীর বলেছে যে নারায়ণীর মুখ দেখলেই সে চিনতে পারবে। তবু তাকে চিনবার জন্য বশীরকে নারায়ণী তার ডান গালের কালো তিলের কথা বলেছে। আর বশীর বলেছে যে তার হাতে থাকবে 'একটা গোলাপ।'

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রণয়ের এমন সুখকর আবেগে উত্তেজনায় নিজের মৃত্যুর কথা মনে হয়েছে নারায়ণীর। তার জীবনাবসান হলে বশীর তার কথা ভাববে কিনা— নারায়ণীর এমন প্রশ্নে বশীর মৃত্যুর অনিবার্যতাকে এড়িয়ে যায়নি। মৃত্যু নিয়ে নারায়ণীর প্রশ্নের জোরাজুরিতে বশীর জানিয়েছে যে নারায়ণীর মরণের পরেও তার কথা সে ভাববে। কিন্তু এইখানেই নারায়ণীর মোক্ষম প্রশ্ন বশীরকে। বশীর তো নারায়ণীকে 'চোখেই' দেখেনি, 'স্পর্শও' করেনি কোনোদিন, তাহলে তাকে বশীর 'ভাববে' কী ভাবে? উত্তরে বশীর নারায়ণীকে জানিয়েছে যে 'আস্ত জগৎটার সবখানেই' নারায়ণীর অস্তিত্ব 'চিহ্ন ছড়ানো' রয়েছে। নারায়ণী আবার প্রশ্ন করলে বশীর উচ্চারণ করেছে এক 'নিরলংকার সত্য'কে। সেই সত্য হল, 'দেয়াল... কত দেয়াল।' অর্থাৎ নারায়ণী না থাকলেও সর্বব্যাপী দেয়ালের নানা অর্থবহ অস্তিত্ব বশীরকে মনে করিয়ে দেবে নারায়ণীর কথা। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় নারায়ণীর ডান গালের তিল ও বশীরের হাতে একটি গোলাপ দেখে তারা একে অন্যকে চিনে নেবে।

এরপর এক সোমবারের সকালে দুজনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তায় স্থির হল, নারায়ণী বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটায় জেলের হাসপাতালে বশীরের জন্যে অপেক্ষা করবে। একজনের ডান গালের তিল আর অন্যজনের হাতে গোলাপের কথা দুজনেই দুজনকে মনে করালো আবার। ইতিমধ্যে বশীর-নারায়ণীর কথোপকথনের আগে সোমবারের সকালে বশীরের কাছে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আড্ডা দিতে এসেছিলেন আসিসট্যান্ট জেলার অর্থাৎ জেলার-ভাই। বুধবার দুপুরে আবার এলেন তিনি। জেল-কুঠুরির বাইরে গোলাপ বাগান (বশীরের হাতে তৈরি) থেকে কয়েকটি গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে বশীরের বিছানায় এসে বসলেন। রহস্য আর মজার ছলে 'ফুল' এবং 'ফল' নিয়ে বশীরের সঙ্গে কথা শুরু করলেন তিনি। ওই সময় জেল-কুঠুরি থেকে বশীর লক্ষ করল জেনানা-ফাটকের পার্শ্ববর্তী দেয়ালের উপর দিয়ে একটা শুকনো ডাল আকাশে উঠে আসছে। নারায়ণী ইশারায় তাকে ডাকছে। এই সময়ই আসিসট্যান্ট জেলার (জেলার-ভাই) বশীরকে কয়েদির পোশাক ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরতে বললেন। জেলে গচ্ছিত কাচা আর ইস্ত্রি-করা জামাকাপড় তুলে দিলেন বশীরের হাতে। কথা মতো বশীর ধুতি আর জোব্বা গায়ে চাপিয়ে জেলার-ভাইকে জিজ্ঞেস করে তাকে 'কেমন দেখাচ্ছে?' উত্তরে জেলার-ভাই বশীরকে তার 'ছাড়া' পাওয়ার কথা ('আপনি যেতে পারেন, মিস্টার বশীর। আপনি ছাড়া পেয়েছেন।') জানান। মুহূর্তে 'স্তম্ভিত' বশীরের দুচোখ যেন 'অন্ধ' হয়ে যায়। অসাড় অনুভূতি আর বিমূঢ় বিস্ময়ে সে প্রশ্ন করে, 'আমি ছাড়া পেতে যাবো কেন?... স্বাধীনতা কে চায়?' এইখানে এটুকু বলতেই হয়, বশীরের এই প্রতিক্রিয়াকে শুধু ঘটনার আকস্মিকতা ভাবলে ভুল হবে। বশীর এখন অন্য মানুষ। তার মনোজগতের এই পরিবর্তনকে আমরা আগেই দেখেছি। আগেও সে জেল থেকে পালানোর কথা ভেবেও যেতে পারেনি। কিন্তু পূর্বে তার ধারণায় যা ছিল 'অনৈতিক', এখন নৈতিকভাবে সেই কাঙ্ক্ষিতকে পেয়েও সে তাকে চায় না। প্রেম তাকে এতখানি পাল্টে দিয়েছে যে, 'স্বাধীন' বা 'স্বাধীনতা' কথার মানে তার কাছে এই মুহূর্তে অর্থহীন। বন্দিত্ব বা দেয়াল তথা নারায়ণীর প্রেম তাকে প্রকৃত অর্থে যে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে, তার কাছে এই স্বাধীনতা নৈতিকতার নিগড়-বিড়ম্বিত জীবন ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, কীভাবে বশীর এই জীবনবোধ বা উপলব্ধি থেকে একথা (আমি ছাড়া পেতে যাবো কেন? ... স্বাধীনতা কে চায়?') উচ্চারণ করেছে তা অবশ্য জেলার-ভাইয়ের জানার কথাও নয়। তিনি একে ওপর থেকে দেখে অট্টহাস্য করেছেন, বলেছেন বশীরের 'ছাড়া' পাওয়ার কথা, 'স্বাধীনতা'র কথা। তিনি বশীরের জেলের পোশাক গুটিয়ে তোষকের তলা থেকে বশীরের লেখা গল্পগুলিকে বের করে গুছিয়ে ভাঁজ করে সযত্নে তার পকেটে গুঁজে দিয়ে তাকে নিয়ে দাঁড়ালেন গরাদখানার বাইরে বশীরের নিজের হাতে প্রস্তুত গোলাপ বাগানের সামনে। নিজের তৈরি গোলাপ বাগানে শেষবারের মতো প্রবেশ করে ঠিক একটি মাত্র গোলাপ ফুল হাতে তুলে নিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল বশীর। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে বশীর দেখতে পেল জেনানা ফাটকের 'দেয়ালের ওপর দিয়ে শুকনো একটা ডাল উঠে এলো আকাশে।' তখন নারায়ণী তাকে ইশারায় ডাকছে। কিন্তু জেলার-ভাইয়ের উপস্থিতিতে জেল-চৌহদ্দির মধ্যে নারায়ণীর সঙ্গে কথা বলার কোনো অবকাশ ছিল না বশীরের। মনে মনে নিঃশব্দে নারায়ণীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বশীর সেই স্থান পরিত্যাগ করে বাড়ি ফেরার টাকা পকেটে ভরে জেলখানার ফটক দিয়ে বেরিয়ে 'মস্ত বিশাল স্বাধীন জগতে' পদার্পণ করা মাত্র বিশাল জেলফটক সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আগেই দেখেছি বশীর এই 'স্বাধীনতা'কে কখনোই চায়নি। জেলখানার দেয়াল দৃশ্যত বাধা হয়ে দাঁড়ালেও আসলে তা প্রেম হয়ে বশীরকে জীবনের পরিব্যাপ্ত মুক্তির সন্ধান দিয়েছিল। তাই সে 'স্বাধীনতা'কে উপেক্ষা করতে চেয়েছিল। এই স্বাধীনতা বশীরের কাছে অর্থহীন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর আগেই দেখেছি, জেলের দেয়ালকে বাইরে থেকে বদ্ধ দেখালেও তা পরস্পর অদেখা নারী ও পুরুষের সুবাসিত উচ্চারণ ও সাহচর্যে পেয়েছে বিস্তৃত বিশাল প্রেক্ষিত এবং বশীরের চেতনায় তা-ই হল মুক্তি। এইখানেই জেলার-ভাই কথিত 'স্বাধীনতা' আর বশীরের চেতনা-সমাহিত 'মুক্তি' বোধের প্রভেদ। এই স্বপ্নাবিষ্ট মুক্তির আচ্ছন্নতা-অনুভব শেষপর্যন্ত 'অনেকক্ষণ' অভিভূত করে রাখে বশীরকে। আর তাই তথাকথিত 'স্বাধীন' ও বাস্তব পৃথিবীর বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে সদ্য ছেড়ে আসা স্বপ্নবৎ মুক্ত জগতের শেষ 'চিহ্ন' পুষ্পিত গোলাপের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল বশীরকে।

প্রসঙ্গত আর যে কথা তা হল এই : *দেয়াল* গল্পের অন্তিমে পাঠকের মনে 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'-এর অতৃপ্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা যে বশীরকে দেখলাম, আসলে সে গল্পের সূচনা-মুহূর্তের বশীর— যে ইতিমধ্যেকার ('বেশ-কিছুকাল আগে'র) অভিজ্ঞতার নিভৃত ভারে মন্থর ও বিষণ্ণ। বাস্তব ও স্বপ্নবৎ 'অতীতের তীর' অতিক্রান্ত হওয়া তার মন এখন অন্য তটভূমির 'নিঃসঙ্গ এক হৃদয়'। তাই দেয়াল গল্পের সমাপ্তি-সূচক 'আরম্ভ' আর গল্পের সূচনা মুহূর্তের সংলগ্নতাবোধক 'সমাপ্তি'র যোগসূত্রের ভিত্তিতে এই গল্পের 'আকৃতি'কে আলোচনার সূচনায় বলতে চেয়েছি 'গোল'। আর 'আরম্ভ'-এর 'নারীর গন্ধ' গল্পের আদি ও মধ্য পর্বের বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্যেও না হারিয়ে 'দেয়াল'কে আবেষ্টন করে নানা অর্থবহ তাৎপর্যের জায়গায় মহিমার শির উন্নত করে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত লেখক বশীর এ-গল্পের 'ভেতর'কার বশীরের মধ্যে কতকটা আছেন বা কতকটা নেই প্রভৃতি এসমস্ত অনতিস্বচ্ছ প্রসঙ্গে না গিয়েও গল্পের মধ্যেকার বশীরের ক্রমাগত 'গন্ধ' থেকে 'দেয়াল'-এর দিকে ক্রমপ্রসারিত চেতনায় উদ্বোধিত ও ঘনায়মান হয়ে উঠেছে এগল্পের প্রতীতির সমগ্রত্ব। তাই শিরোনাম হিসেবে *দেয়াল* নামটি স্বীকৃতি পেয়েছে শেষ পর্যন্ত। আর বিশেষভাবে বলতে হয়, গল্পের অনবদ্যতা মেয়েটিকে (নারায়ণী) না দেখানোয়। অন্ত্য পর্বের প্রায় সমগ্র অংশে নারায়ণীকে ঘিরে এই না-দেখা শ্রাবিত অনুভব বশীরের বন্দি জীবনকে অন্তরঙ্গ করে একান্ত মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল। গল্প-শেষে সেই পুষ্পিত জীবনের অনুভূতির ঘোর হল গোলাপ।

Reference:

১. বৈকম মুহম্মদ বশীরের শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদনা ও অনুবাদ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১১, প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৪, পৃ. ৮৪-১০৯

২. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১২৮

৩. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প, প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪০৪, কলকাতা ৬, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট, পৃ. ১৩

৪. ক. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, নিবেদন : কৌতুকের ছদ্মবেশে গম্ভীর, পূর্বোক্ত মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনূদিত বৈকম মুহম্মদ বশীরের শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ. ১৫ ও ১৭

খ. *লোলিটা*-র স্রষ্টা নবোকভ একজন বিশিষ্ট সমালোচকও। তিনি এরকম একটি প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কোনো গল্পকে সত্য-কাহিনি বলার অর্থ সত্য এবং গল্প উভয়কেই অপমান করা। প্রত্যেক বড় লেখকই একজন বড় প্রবঞ্চক।' — দ্র. শেখর বসু, বিদেশি ছোটগল্প প্রসঙ্গে, শেখর বসু সম্পাদিত শ্রেষ্ঠ বিদেশি গল্প, প্রতিভাস প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০১৫, প্রতিভাস, ১৮এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা ২, পৃ. ২৫

৫. Woolf, Virginia, HOW SHOULD ONE READ A BOOK ?, THE SECOND Common Reader, Second printing: November 1932, HARCOURT, BRACE AND COMPANY, NEW YORK, p. 281

৬. JOSEPH, MICHALE, Short Story Writing for Profit, HUTCHINSON & CO, Sixth edition published : September 1925, PATERNSTER ROW, E.C., LONDON, pp. 46-47

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, পৌষ ১৪১৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৭৬১

৮. পূর্বোক্ত মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনূদিত বৈকম মুহম্মদ বশীরের শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ. ৮৯

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 13
Website: https://tirj.org.in, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৯. ক. 'জগতের মধ্যেকার আরো-যতসব জগতের যে-তুমি স্রষ্টা! আমাকে বাঁচাও! আমি নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারছি না একে। তোমার এই বিপুল মহিমা... এই নিখিল আশ্চর্য...তাকে আমি ধ'রে রাখবো কী ক'রে, যে-আমি নেহাৎই এই ছোট্ট সজীব প্রাণী... আমি দুর্বল, শক্তিহীন, আমাকে বাঁচাও।'

দ্র. পূর্বোক্ত বৈকম মুহম্মদ বশীরের শ্রেষ্ঠ গল্প, পৃ. ৯০

খ. প্রায় এই রকমই লেখকের নিজ মনের বচনাতীত এক অন্ধকার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত *পাতুম্মার ছাগল ও বাল্যসখী* গ্রন্থের ভূমিকায় (১।৩।১৯৫৯), যা আলোচ্য গল্পের পূর্ববর্তীও। সেখানে রয়েছে:

যা হোক্, অন্ধকারে ভয়াবহ স্বপ্নে ভরা ঘন অন্ধকারে মন তখন আমার ডুবে ছিল। আমি নিজেই আমার মন। আলোর রেখা খুব কমই দেখতে পাচ্ছিলাম। অন্ধকারে... আলোয়... হে খোদা। আমি কোথায় ? ইত্যাদি। দ্র. বৈকম মুহম্মদ বশীর, ভূমিকা, পাতুম্মার ছাগল ও বাল্যসখী (অনুবাদ : নিলীনা আব্রাহাম), ডিসেম্বর ১৯৭৩, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লি, পৃ. ix.